২৩--০৮-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- স্মরণের দীর্ঘ সিঁড়িতে তখনই উঠতে পারবে, যখন এক বাবার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা থাকবে, স্মরণ রূপী দৌড় দ্বারাই বিজয় মালায় আসতে পারবে"

প্রশ্ন : - এক বাবার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা থাকলে, তার চিহ্ন স্বরূপ কি দেখা যাবে ?

উত্তর : - যদি প্রকৃত ভালবাসা এক বাবার প্রতিই থাকে তবে, পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরের প্রতি ভালবাসা শেষ হয়ে যাবে । বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া (দুনিয়ার সব কিছু থেকে আসক্তিহীন হওয়া) বাবার প্রতি প্রীতির চিহ্ন । বাবা ছাড়া অন্য কার ও প্রতি যেন ভালবাসা না থাকে। বুদ্ধিতে থাকা উচিত, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এটাই আমাদের অন্তিম জন্ম । বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমরা ৮৪ জন্মের খেলা সম্পূর্ণ করেছ । এখন সবকিছু ভুলে আমাকে স্মরণ কর । আমিই তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাব।

গীত : - বনমালী রে জীবনের সাহারাই হল তব নাম, দুনিয়ায় লোকেদের সাথে মোর আর নাহি কোনো কাম •••••••

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গীত শুনেছে যে, এ হল মিথ্যে দুনিয়া । ভারতের জন্যই বলা হয় মিথ্যে খন্ড । প্রত্যেকের নিজ-নিজ জন্মভূমির কথা মনে থাকে । এখন বাচ্চারা বলে, আমাদের এই মিথ্যা খন্ডের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, কেননা এখানে শুধুই দুঃখ । এখন তো সুখের চিহ্নমাত্র নেই । মিথ্যা খন্ডের আয়ু এখন খুব অল্প সময়ের। এটাই অন্তিম জন্ম একে ঝুটখন্ড মৃত্যুলোক বলা হয়ে থাকে । ওটা হলো অমরলোক (সত্যযুগ)। মৃত্যুলোকে কাল খেয়ে ফেলে (অসময়ে মৃত্যু) আবারও মিথ্যা খন্ডে পুনর্জন্ম নিতে হয় । বাচ্চারা জানে এখন আমরা ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছি । এখন এই দুনিয়ার সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই । বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে, সুতরাং এই পুরানো দুনিয়ার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই । তোমাদের এক বাবার সাথেই প্রীতির সম্পর্ক আর বাবার কাছ থেকেই অবিনাশী বর্সা প্রাপ্তি লাভ কর । বাকি যাদব কৌরবদের হলো বিপরীত বুদ্ধি অর্থাত্ বাবাকে তারা জানেই না। এখন তোমরা বাচ্চাদের এক বাবার প্রতি প্রীত বুদ্ধি । বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থাক কিন্তু বাবাকে স্মরণ কর । এখন সব একটর্সদের পার্ট সম্পূর্ণ হতে চলেছে । সবাই শরীর ত্যাগ করবে । সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে । মানুষ তো মরতে চায়না । তোমরা তো বেঁচে থেকেও মরে আছ । এই দুনিয়ার কারও প্রতি ভালবাসা নেই । এই শরীরের প্রতি ও ভালবাসা নেই । আত্মা জ্ঞান পেয়েছে : আমরা বাবার সন্তান , আমাদের ৮৪ জন্ম এখন পূর্ণ হয়েছে । খেলাও সম্পূর্ণ হয়েছে । আমরা দেবতা ছিলাম, তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে গেছি । এখন আবার আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি । এই চক্রই স্মৃতিতে রাখতে হবে । আত্মা বলে, বরাবর পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন এটাই আমাদের অন্তিম জন্ম । বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে । অনেকবার আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি । স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছ না ! বোঝানো হয়েছে এভাবে আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছি । সমস্ত ভারতবাসীর জন্য ৮৪ জন্ম এমনটা কিন্তু বলা যাবেনা । যে ব্রাহ্মণ হবে সেই বুঝতে পারবে। ৫ হাজার বছর আগেও বুঝিয়েছিলাম -- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানোনা । ৮৪ লক্ষ জন্মের বর্ণনাতো কেউ দিতেই পারবেনা । এখন তোমরা সব ধর্মের চক্র সম্পর্কে জেনে গেছ ।

হিসেব -নিকেশে যে হোশিয়ার হবে সেই ঝট করে বুঝতে পারবে । বরাবর অমুক ধর্মের এতবার জন্ম নিতে হবে।তোমাদের ও পুরো নিশ্চয় আছে যে, আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি । এখন বাবা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন, যার জন্যই এই মহাভারত লড়াই । ওদের সবার হলো বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি । বিনাশকাল হলোই কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদির এই সঙ্গমযুগ । সত্যযুগ আর ত্রেতার সঙ্গমকে বিনাশকাল বলা হয়না । তখন তো বৃদ্ধির সময় । এখন সব কিছুর বিনাশ হবে, তাই একে বিনাশকাল বলা হয় । এখন তোমাদের অন্তিম জন্ম । এর আগে বাবা এলে বলা যাবে না যে, এখন তোমাদের অন্তিম জন্ম । যখন খেলা সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখনই আমি আসি । তোমরা জান বরাবর আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি । গায়ন ও আছে যে, কুমারীরা ২১ কুলকে উদ্ধার করে। এখন ওরা তো বোঝেই না ২১ কুল কাকে বলে । ভারতে কুমারীদের অনেক মান্যতা দেওয়া হয়, তাদের পূজা করা হয় । জগদম্বাও কুমারী ছিলেন,তাই না ! কুমারীকে জগদম্বা বলা এর নিশ্চয়ই কোনও অর্থ আছে তাই না ! জগত অম্বা আছে যখন জগত পিতা ও চাই । জগত পিতার সাথে মাতাকেও প্রয়োজন । এমনতো অনেক মাতারা আছে, যাদের জগতমাতা বলা হয় । সংবাদপত্রেও কোনও মাতাকে জগতমাতা লেখা হয়েছিল । জগত মানে সারা সৃষ্টি । সুতরাং জগতের মা একজনই হবেন ? না ১০-২০ জন হবেন ? রচয়িতা বাবা যখন একজন, মাতাও তো একজনই চাই না! এতো মাতা সবাই জগতের মালিক? জগতের মাতা একজনই জগতঅম্বা । এখন তোমরা বাচ্চাদের প্রীত এক শিববাবার সাথে। বাবার প্রতি ভালবাসা তোমরা বাচ্চাদের ও নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী থাকে । সজনীর এক সাজনের প্রতি, বাচ্চাদের এক বাবার প্রতি ভালবাসা থাকা উচিত । বাকি সবার সাথে প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে । নষ্টমোহা হতে হবে। পুরানো দুনিয়ার প্রতি নষ্টমোহ । যেমন ঘর পুরানো হয়ে গেলে বাবা নতুন করে বানান । যখন নতুন তৈরি হয়ে যায়, তখন নতুন ঘরে এসে পুরানো ঘরকে ভেঙে ফেলা হয় । বাবা বলেন, আমি তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া স্বর্গ রচনা করি । এই নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় নতুন দিল্লিতে । এটা যমুনার উপকন্ঠে যেখানে তোমরা রাজত্ব কর । তোমরা জান ভক্তির বিস্তার কত বড়ো। জ্ঞান তো একদমই অল্প - এক সেকেন্ডের । বীজকে জানলে সারা সৃষ্টির ঝাড় এসে যায় । ভিন্ন ভিন্ন নানারকম ধর্মের ঝাড় আছে । তার মধ্যে মুখ্য ফাউন্ডেশনই হলো দেবী-দেবতা ধর্ম । আধাকল্প এক ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম ছিলনা। বাকি আধাকল্প ধরে দেখ কত ধর্মের স্থাপনা হয় । বলা হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা দেবতা ধর্ম আর ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করেন । সুতরাং দেখতেই পাচ্ছ , ব্রাহ্মণ তো তোমরাই । তোমাদের মধ্যেই কেউ সূর্য বংশী, কেউ চন্দ্র বংশীয় হবে । উঁচু থেকে উচ্চতম হলো ব্রাহ্মণ ধর্ম । ভারতবাসীরা নিজেদের ধর্মকেই জানেনা । বলা হয়ে থাকে ধর্মই শক্তি । এখন বাবা এসে ধর্ম স্থাপনা করছেন, সুতরাং তোমরা বাবার হওয়ার জন্য কতখানি শক্তি অর্জন করছ । তার মানে সর্বশক্তিমান বাবাই বাচ্চাদের যোগ দ্বারা শক্তিবান করে তোলেন । বাবা কত গুপ্ত । ওঁনার নিজের তো শরীর নেই । সর্বশক্তিমান বলা হয় যখন নিশ্চয়ই শক্তি প্রদান করবেন । তোমাদের নামই হলো শিবশক্তি । শিবের থেকে শক্তি গ্রহণ করে নরককে স্বর্গ করে তোল । এই শক্তি তোমরা পাও । যোগবল দ্বারা তোমরা রাবণকে (বিকার) জয় কর । তোমাদের এখন নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী সর্বশক্তিমান বাবার প্রতি ভালবাসা আছে । অনেক বিপরীত বুদ্ধির বাচ্চারাও আছে যারা স্মরণ করেনা । অনেক প্রীতি তাদের আছে যারা অধিক স্মরণ করে । অল্প প্রীতি থাকলে বুঝবে স্মরণ করেনা । বলে -- কি করব •••• প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় । আরে ! সাজনকে তোমরা স্মরণ করতে পারছ না ? বাবা যাঁর কাছ থেকে অবিনাশী বর্সা পাও, এমন বাবাকে স্মরণ করতে পারোনা ? কি কারণে বলো ! বাচ্চারা বলে ,

বাবাকে স্মরণ করতে পারিনা । আরে ! তবে বর্সা পাবে কি করে ? যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শক্তি পাবে । এমনটা নয় যে, শিববাবাকে স্মরণ করার সাথে সাথে নিজের মুখও কালো (বিকর্ম, পাপকাজ) করতে থাকলে, তবে কিন্তু রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তি হবেনা । বাচ্চারা বলে -- বাবা, আমরা ভুলে যাই, মুষড়ে পড়ি । বাবা বলেন -- আরে ! তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে, তোমাদের তো অনেক খুশি থাকা উচিত, এমন বাবাকে তো নিরন্তর স্মরণ করা উচিত । প্রীত বুদ্ধি হওয়া উচিত । শিববাবার প্রতি প্রীতি না থাকলে ব্রহ্মার সাথেও হবেনা । ওরা এভাবেই সবার সাথে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকবে । যোগই নেই তো বর্সা কিভাবে প্রাপ্তি হবে ? ঈশ্বরীয় বুলবুল হতে পারবে না । বুলবুল হয়ে উঠতে হবে না ! বাবার কাছে গডলী বুলবুল আছে, ময়না আছে, তোতাও আছে, আবার কিছু কাকও আছে যারা সবার সাথে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । কেউ আবার পায়রাও, ওরা আওয়াজ করতে পারেনা । বাগানে ভিন্ন -ভিন্ন প্রকারের ফুল হয় । প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কোন্ ফুল ? গোলাপ নাকি রুহে গোলাপ ? মাম্মা -বাবার মতো সার্ভিস কি করতে পারছি ? শ্রী নারায়ণ বা শ্রী লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছি ? নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত বাবাকে কত সময় স্মরণ করতে পারি ? কতখানি সেবা করছি ? বাবার থেকেতো অবশ্যই বর্সা পাব । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা ভারতে এসেছেন নিশ্চয়ই ভারতকে স্বর্গ করে তুলবেন । নিশ্চয়ই শিববাবা এসেছেন, তবেই তো সত্যযুগ বানাবেন, তাই না ! শিবজয়ন্তী উদযাপন হয় । এটা যেমন শিবের জন্মভূমি আবার কৃষ্ণেরও জন্মভূমি । কৃষ্ণ জয়ন্তীও মহাসমারোহে পালিত হয় । এখন তো শিবজয়ন্তীতে ছুটিও দেয় না । অন্ধকার নগরী না ! এখানে প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব । রাজা -রাণীর রাজ্য হওয়া উচিত ছিল। সেটাও ড্রামা অনুসারে হয়নি ।

তোমরা জান ভারত পবিত্র রাজস্থান হবে, সুতরাং ওদেরও জাগিয়ে তুলতে হবে । পুনরায় দৈবী রাজস্থান স্থাপন হবে । এখন আসুরি রাজস্থান হয়ে গেছে । প্রথমে ভারতবাসী পবিত্র ছিল, এখন অপবিত্র হয়ে গেছে । তবেই তো পবিত্রতার পূজা করে । এখন তো রাজস্থান নেই। তোমরা চিঠি লিখতে পার বা সংবাদপত্রেও প্রচার করতে পার যে, ৫ হাজার বছর আগে দৈবী রাজস্থান ছিল, এখন নেই । তোমরা হলে ঈশ্বরীয় ভাই-বোন। তোমরা খুব অল্প সংখ্যক আছ । গায়নও আছে - রাম গেল, রাবণও গেল •••• বোঝা উচিত আমরা খুব অল্প সময় আছি । বাবার থেকে বর্সা নিতে থাকব। সাথে সাথে ভবিষ্যতেরও খেয়াল রেখো । কাজকর্ম কর, শরীর নির্বাহ তো করতে হবে । এ হলো ভবিষ্যতের জন্য । এতে পরিশ্রম কিছুই নেই । একদম সহজ । ২১ জন্মের জন্য সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্তি হয় । বাবা আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হতে পারবে । ওখানে পতিত কেউ যেতে পারে না । অনেক সাজা খেতে হবে। সুতরাং বিনাশের সময় এখনই । যাদব আর কৌরবদের হলো বিপরীত বুদ্ধি । পান্ডবদের প্রীত বুদ্ধি ছিল তাই তারা বিজয়ী হয়েছিল । এখন সেই সময় । বাবা বুঝিয়ে বলছেন -- শুধু এটাই স্মৃতিতে রাখো যে, এখন ফিরে যেতে হবে । অল্প সময় বাকি আছে । নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে । গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে । স্মরণের সিঁড়িই দীর্ঘ । রুদ্র মালা হতে হবে তারপর পুরস্কার প্রাপ্তি হবে । রাজ্য ভাগ্য পেতে হবে, তার জন্য বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। এ হলো বুদ্ধিযোগের যাত্রা । বাবার কাছে দৌড় লাগাতে হবে । দেখতে হবে সারাদিনে বাবাকে কত সময় স্মরণ করেছি ? কতজনকে কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করতে পেরেছি ? প্রজা তৈরি করতে না পারলে, কাদের উপর রাজত্ব করব ! তাই প্রথমে ৮ জন প্রধান, তারপর ১০৮ তারপর ১৬১০৮ এর মালা তৈরি হয় । বিবেকও বলে এতো নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হতেই থাকবে আর রাজধানীও বৃদ্ধি পাবে । এখনও

লক্ষাধিক সংখ্যক আসবে । বুদ্ধিতে স্মরণ রেখ -- এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই পুরানো দুনিয়াতে অনেক দুঃখ । ব্যস ! শুধু এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাক । বড়ো দীর্ঘ যাত্রা । পরে আসবে যারা এত উচ্চ পদ প্রাপ্তি হবেনা । কত পরিশ্রম করতে হবে । কর্মভোগ কতখানি ভোগ করতে হবে । একদম পরে আসবে যারা এত পরিশ্রম তারা কিভাবে করবে ? যে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে ? রাজা জনকও ত্রেতায় চলে গেল । সূর্যবংশী রাজা হতে পারল না । রাজা ছিল, সমর্পণও করেছিলেন কিন্তু শেষে এসেছিল বলে তাঁকে চন্দ্র বংশে চলে যেতে হল । এসব কথা ব্রাহ্মণরাই বুঝতে পারবে, শূদ্র বুঝতে পারবে না । হ্যাঁ, কিছু আছে যাদের পবিত্রতা ভালো লাগে, কিন্তু পবিত্র হয়ে দেখাও না ! কেউ কেউ নিজেদেরকে সন্ন্যাসীদের ফলোয়ার্স বলে, কিন্তু নিজেরা তো পবিত্র থাকেনা তবে সন্ন্যাসীর ফলোয়ার্স কি করে হলো ? এতো মিথ্যে তাই না ! কোনও সত্সঙ্গে এইম অবজেক্ট থাকেনা। কতো সত্সঙ্গ আছে । এখানে তো বাবাই এসে মানুষ থেকে দেবতা বানান । এক শিববাবাকে স্মরণ করে তোমরা বিশ্বের মালিক হও । বাবাকে স্মরণই করবে না তো বর্সা কিভাবে প্রাপ্তি হবে ? তোমাদের কাজ হলো -- পুরুষার্থ করে নিরন্তর স্মরণ কর । নিরন্তর স্মরণে থাকবে এমন অবস্থা শেষে গিয়ে হবে। এখন নেই । শেষে গিয়ে ৮ জনই জয়ী হবে । স্মরণ করতে করতে সবচেয়ে প্রথমে চলে যাবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাথা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিনাশের সময়, সুতরাং দেহধারীদের থেকে প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন করে, এক বাবার প্রতি প্রকৃত ভালবাসা রাখতে হবে । এই পুরানো ঘরের প্রতি মোহ নষ্ট করে ফেলতে হবে ।

২) জ্ঞানের বুলবুল হয়ে নিজের মতো কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করার সেবা করতে হবে । স্মরণের দৌড় বাড়াতে হবে ।

বরদান : -- সমস্যা রূপী পাহাড়কে উড়তী কলা দ্বারা সেকেন্ডে অতিক্রম করতে সমর্থ সহজ পুরুষার্থী ভব

হিমালয় পর্বতের মতো অতি বড়ো সমস্যাকেও অতিক্রম করার জন্য, উড়তী কলার বিধিকে গ্রহণ কর । সবসময় নিজের সম্মুখে সর্ব প্রাপ্তিকে ইমার্জ করো আর উড়তী কলায় উড়তে থাক, তবেই সমস্যা রূপী পাহাড়কে সেকেন্ডে অতিক্রম করতে সমর্থ হবে । শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যতের প্রালব্ধের অনুভবী হও । যেমন স্থূল নেত্র দ্বারা স্থূল বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনই বুদ্ধির অনুভবী নেত্র দ্বারা প্রালব্ধও স্পষ্ট দেখা যাবে । প্রতিটি পদক্ষেপে পদ্মগুণ উপার্জন সঞ্চয় করতে হবে ।

স্লোগান :-- যে সবাইকে সমাদর করে সে-ই আদর্শ মূর্তি হয়ে যায় ।